গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ -২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০২৯.১৫.২৯৪

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৯ / ২০ মার্চ ২০২৩

বিষয়: **কারণ দর্শানোর নোটিশ।**

যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে **ছালাম-আবাদ ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-১৪৪৭)**, mia para, jamalpur sadar, jamalpur-এর স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

০২। যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী প্রেরণ বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক জারীকৃত হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

০৩। যেহেতু হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ বিদ্যমান;

০৪। যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে গত ২৫.০৬.২০২২ তারিখে হজযাত্রীর পক্ষে জনাব এ.কে.এম. রফিকুল ইসলাম নিম্নরুপ আবেদন করেছেন;

"তিনি এবং তার কতিপয় আত্মীয়স্বজন পবিত্র হজব্রত পালনের জন্য ছালাম-আবাদ ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-১৪৪৭) ও আহম্মাদিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা, ছালামাবাদ, শৈলেরকান্দা, ইটাইল, জামালপুর সদরের অধ্যক্ষ সৈদয় আব্দুল খালেদ মোহাম্মদ আব্দুল খালেদ হজের প্রাক-নিবন্ধন বাবদ গত ৮.০১.২০১৯ তারিখে খালেক-কে প্রত্যেকেই ৩১,০০০/- (একত্রিশ) হাজার করে এবং গত ০৯.০৩.২০২০ তারিখে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা করে জমা দিয়েছেন। করোনা জনিত কারণে হজ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় তারা কেহই হজে যেতে পারেন নাই। ২০২২ সালে হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হলে তিনি ও তার স্ত্রী গত ১৯.০৫.২০২২ তারিখে দুজনের জন্য ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জমা প্রদান করেন। কিন্তু সরকার পরবর্তীতে হজ প্যাকেজের ফি বৃদ্ধি এবং তার স্ত্রী আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় ২০২২ সালে হজব্রত পালন না করার সিদ্ধান্ত নেন। নিবন্ধন ফি ব্যতীত জমাকৃত টাকা ফেরত প্রদানের জন্য অনুরাধ করেন। তাদের টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না। একটি সোনালী ব্যাংক, জামালপুর শাখার ৫,০০,০০০/- (পাচ লক্ষ) টাকার চেক দেন। উল্লেখিত টাকা হিসাবে স্থিতি নাই"

০৫। যেহেতু আপনি হজযাত্রীর নিকট থেকে হজের অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং হজযাত্রীগণ হজে গমন করেননি; এবং

০৬। যেহেতু তাদের প্রদেয় অর্থ ফেরত দিচ্ছেন না আবার চেক প্রদান করেছেন কিন্তু চেক ডিজঅনার হয়েছে বা ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা নেই; এবং

০৭। যেহেতু আপনি অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ বিছিন্ন রেখেছেন এবং ফোন রিসিভ করছেন না; এবং

০৮। যেহেতু হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এবং হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

০৯। সেহেতু আপনার পরিচালিত **ছালাম-আবাদ ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-১৪৪৭)**-এর বিরুদ্ধে কেন হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা ২০২১ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

২০/৩/২০২৩

এস.এম. মনিরুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০১১১৯
e-mail:hajsection@gmail.com

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার
ছালাম-আবাদ ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-১৪৪৭),
mia para, jamalpur sadar, jamalpur.

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৩.০২৯.১৫.২৯৪

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৯ / ২০ মার্চ ২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা।
২. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৩. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), সাত্তারা সেন্টার হোটেল ভিক্টোরী, নয়াপল্টন, ঢাকা।
৫. এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম, গং, মোবাইল নম্বর: ০১৭১২৯২৮৬২২
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লি., ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা (www.hajj.gov.bd এ প্রকাশ, এজেন্সির ই-মেইলে প্রেরণের অনুরোধ করা হ'ল।

২০/৩/২০২৩

এস.এম. মনিরুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব